তারিখ 10 AUG 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

শ্রীপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ

■ শ্রীপুর (মাগুরা) সংবাদদাতা

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দীপক কুমার গোস্বামীর বিরুদ্ধে হঠাৎ করে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরীক্ষা বন্ধ করা, নির্ধারিত বিষয়ের পরীক্ষা বন্ধ করে অন্য বিষয়ে পরীক্ষা নিতে বাধ্য করা, ভুলে ভরা নিম্নমানের প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা, যথা সময়ে প্রশ্নপত্র পাঠাতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসব অভিযোগ তদন্তের জন্য মাগুরার সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এসব অভিযোগ প্রসঙ্গে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শিক্ষকরা কোনো কথা না বললেও শ্রীপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক জুলফিকার আলী বলেন, ৩ আগস্ট উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণিতে ইংরেজি পরীক্ষার দিন ধার্য ছিল। কিন্তু প্রশ্নপত্র না আসায় ইংরেজির পরিবর্তে শারীরিক ও সংগীত পরীক্ষা নেয়া হয়। ৭ আগস্ট ধর্ম পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পাঠাতে না পেরে তিনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরীক্ষা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

দেখা গেছে, পঞ্চম শ্রেণির বাংলা প্রশ্নপত্রে ব্রিটিশ-এর স্থলে 'বৃষ্টিশ', ডিএসসি'র পরিবর্তে ডিএমসি, জগদীশ চন্দ্র বসুর পরিবর্তে জগদ্দিশি, ভারসাম্য-এর পরিবর্তে ভারসাম্য লেখা আছে। পঞ্চম শ্রেণির গণিত প্রশ্নে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ৮৮ নম্বরের প্রশ্ন করা হয়েছে। ১০নং প্রশ্নটি ছাপানোই হয়নি। ১৫নং প্রশ্নে চতুর্ভুজটি কোন ধরনের? বলে একটি প্রশ্ন থাকলেও প্রশ্নপত্রে চতুর্ভুজটির চিত্র আঁকা হয়নি। বঙ্গবন্ধুর স্থলে 'বঙ্গন্ধু', মুক্তিযুদ্ধ'র পরিবর্তে 'মুক্তিযুক্ত' লেখা আছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার স্বেচ্ছাচারিতা, কর্তব্যে অবহেলা ও হঠকারি সিদ্ধান্তের ফলে উপজেলার ৮৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী ও ৬ শতাধিক শিক্ষক জিম্মি হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে শ্রীপুর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা দীপক কুমার গোস্বামী বলেন, প্রেসের কারণে এমন ভুল হয়েছে। মাগুরা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বলেন, অভিযোগগুলো তদন্ত করার জন্য জেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।